দৈনিক ইত্তেফাক

53

তারিখ 12 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষাঙ্গনে বহুবিধ সমস্যা ॥ লেখাপড়া ব্যাহত

বিভিন্ন এলাকার বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বহুবিধ সমস্যা বিরাজ করায় ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। —খবর ইত্তেফাক সংবাদদাতাদের।

টেকেরহাট (মাদারীপুর) ঃ গোপালগঞ্জ জেলার মুকসুদপুর থানাধীন ডোমরাকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে। বিদ্যালয় গৃহের সামনের অংশ অর্ধেক খোলা। দরোজা-জানালা নাই। টেবিল, চেয়ার ও ছাত্র-ছাত্রীদের বসার বেঞ্চ এমনকি মাটিতে বিছানোর মত ছালার চট পর্যন্ত নাই। স্কুল-ঘরটি প্রতিবছর কালবৈশাখীর ঝড়ে ভাঙ্গিয়া যায়। স্কুল ম্যানেজিং কমিটি মজবুত অবকাঠামোসহ স্কুলঘর নির্মাণ এবং আসবাবপত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানাইয়াছেন।

লালমনিরহাট ঃ ঝড়ে বিধ্বস্ত মোগলবাসা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে। গত মে মাসে ঝড়ে বিদ্যালয়ের অর্ধেক টিনের চাল বিধ্বস্ত হয়। স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের বসিবার মত কোন ব্যবস্থা না থাকায় গাছতলায় ও ঘরের মেঝেতে ক্লাস চলে। স্কুলে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৯২ জন। স্কুলটি সংস্কারের জন্য প্রধান শিক্ষক ভুবনচন্দ্র রায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট বার বার আবেদন করিয়া আশানুরূপ ফল পায় নাই।

নবাবগঞ্জ ঃ ঢাকা জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক স্বল্পতা, আসবাবপত্রের অভাব, খাবার পানির নলকূপের স্বল্পতা শিক্ষা সরঞ্জামাদির অভাব ইত্যাদি কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া ব্যাহত হইতেছে। জেলার নবাবগঞ্জ, দোহার, কেরানীগঞ্জ, সাভার ও ধামরাই থানায় অধি-কাংশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও আসবাবপত্রের অভাব রহিয়াছে। প্রয়োজনীয় বেঞ্চের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা মাটিতে পাটি বিছাইয়া ক্লাস করে। নবাব-গঞ্জ থানা সদরে অবস্থিত প্রাথ-মিক বিদ্যালয়ে বেঞ্চের অভাবে মেঝেতে ক্লাস হয়। অনেক বিদ্যা-লয়ে শিক্ষক কম। কোন কোন বিদ্যালয়ে মাত্র ২/১ জন শিক্ষক রহিয়াছেন। নবাবগঞ্জ, দোহার ও কেরানীগঞ্জ থানার অনেক স্কুলে খাবার পানির নলকূপ নাই। বেশীর ভাগ নলকূপ দীর্ঘদিন যাবৎ অকেজো। কোন কোন স্কুলের চালা নাই। কোন কোন বিদ্যা-লয়ের দরজা জানালা নাই। পাকা ভবনের মেঝে ডাবিয়া গর্তের সৃষ্টি হইয়াছে। কোন কোন স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহে-লার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।